পেটিকোট লেন মার্কেট

"শিং নেই তবু নাম তার সিংহ!"

পেটিকোট লেন

সবুজ শার্ট পরা দাড়িওয়ালা মুখের ব্যক্তিটির দিকে আমি বেশ আগ্রহ সহকারে তাকালাম। সে তার হাতগুলো তার নীল জিন্স প্যান্টে মুছে নিয়ে প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা স্টিলের সরু দণ্ডটা হাতে তুলে নিল। দণ্ডটার এক প্রান্ত হাত দিয়ে ধরার জন্য বাঁকানো ছিল, আর অন্য প্রান্তটা খাঁজ কাটা। তার কাজের কৌশল দেখানোর জন্য সেটা হাতে ধরে বের করে আনল। আমি মাথা নাড়িয়ে আমার আগ্রহ জানাতেই সে বেশ গর্বের সাথে তার প্রদর্শনী শুরু করল। প্রথমেই সে আস্তে করে দণ্ডটার খাঁজকাটা মাথাটা তার বাঁ হাতে ধরা একটা বিশাল আলুর গায়ে ঠেকাল। তারপর ধীরে ধীরে খাঁজকাটা মাথাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলুর ভিতরে প্রবেশ করাতে লাগল। তার হাতের গতি বাড়তেই দণ্ডটা আলুর ভিতর পুরোপুরি ঢুকে গেল। আমি যাতে আলুটা ভালোভাবে দেখতে পারি তাই সে দুই হাতে সেটা বাড়িয়ে ধরল। সে কাঠের টেবিলের সামনে শান্ত হয়ে এমনভাবে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল যেন এই মাত্র জাদুকরের মত ভেল্কি দেখিয়ে মাথার টুপির নিচ থেকে হঠাৎ একটা খরগোশ বের করে ফেলেছে। ঘটনাটা দেখছিলাম লন্ডনের অন্যতম পুরনো স্ট্রীট মার্কেট 'দ্য পেটিকোট লেন সানডে মার্কেটের' একটা দোকানে।

ছয় ফুট লম্বা কাঠের টেবিলটা একটা কাপড়ে ঢাকা ছিল আর সেটা পাতা ছিল রাস্তা থেকে উঠে আসা চারটে ধাতব রডের উপর। লোকটি রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিল। তার দোকানের পেছনে দোতলা একটা বাড়ির ইটের দেওয়ালে দেখলাম রাস্তাটার নাম লেখা, 'মিডলসেক্স স্ট্রীট'। লোকটা লম্বা শ্বাস নিল, আমি আলুটার দিকে তাকিয়েই থাকলাম। আরও তিনজন ব্যক্তি আমার পাশে জড়ো হয়ে ঘটনাটা দেখার জন্য অপেক্ষায় রইল। এবার তিনি সেই দণ্ডটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলুর ভেতর থেকে বের করে আনল। দেখলাম, দণ্ডটার সাথে আলুর কিছু অংশ প্যাঁচানো মোটা দড়ির আকারে বেরিয়ে এল। এরপর লোকটা সেই কিম্ভূত আকারের আলুর টুকরোটা আমাদের সামনের একটা থালায় রাখল। তারপর সে বেশ গর্বের সাথেই বলল, "ডুবো তেলে ভেজে খেয়ে দেখো এই আলু ভাজা খেতে কি মজা। শুধু তোমাদের জন্য এর দাম রাখবো মাত্র তিন পাউন্ড"। আমি মনে মনে হাসলাম এই ভেবে যে, অন্য কারো জন্য এই সামান্য বস্তুটার দাম তাহলে কত হতে পারে? তার সামনে অবশ্য আরও পাঁচ ধরনের যন্ত্রপাতি রাখা দেখলাম। তার মাঝ থেকে একটা ছোট্ট যন্ত্র নিয়ে সেটাকে সে একটা গাঁজরের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। তারপর সেটা বের করে আনতেই যথারীতি ওটার সাথে গাঁজরের ভিতরকার একটা টুকরোও বেরিয়ে এল। এরপর সে আমাকে মূল গাঁজরের ভিতরের গর্তটা দেখিয়ে বলল, "এই গর্তের ভিতর তোমার

▲ পেটিকোট লেন

পছন্দের সব্জি অথবা মাছ ঢুকিয়ে দিয়ে এটাকে স্টাফড ক্যারট বা পুর দেওয়া গাঁজর-এর পদ রান্না করে নিতে পারো। যদিও নিজ হাতে রান্নার অভিজ্ঞতা আমার খুব একটা নেই, তবে তার এসব ধাতব যন্ত্রপাতি দিয়ে খুব দ্রুত সময়ে বিভিন্ন সবজি আর ফলমূল থেকে বিভিন্ন আকারের খাবার তৈরির কৌশলটা আমাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছিল। অবশেষে সেই রবিবার সকালে 'পেটিকোট লেন মার্কেট বলে পরিচিত লন্ডনের পূর্ব প্রান্তের শেষে এই বাজারে আমার ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ৩ পাউন্ড দিয়ে আমি সেই প্রথম আলুর নকশা বানানোর যন্ত্রটাই কিনে ফেললাম। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এই বাজারের অন্যান্য সব পণ্যসামগ্রী দেখার পদযাত্রায় নেমে পড়লাম।

শুধু বাজারের জন্য রবিবারে এই রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার বদলে রাস্তার দুই পাশে সারি সারি অস্থায়ী দোকান বসে যায়। অবশ্য এই অঞ্চলটা লন্ডনের নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসিক এলাকা বলে পরিচিত। রাস্তার দুই পাশে সারি সারি তিনতলা ইটের বাড়ি। আর রাস্তা ঘেঁষে স্থায়ীভাবে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় ধোপাখানা, কফি শপ ও খবরের কাগজের দোকান। বিভিন্ন সাইন (নির্দেশক) আর বন্ধ করা কিছু দোকানের শাটারের (দোকানের মূল দরজা বাঁ ঝাপ) উপরে থাকা নামগুলো দেখে বুঝলাম সেসব দোকান আফ্রিকা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে থাকে। লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী পুরনো এই রাস্তার বাজারের জন্য শুধু রবিবারে এলাকার স্থায়ী দোকানগুলো বন্ধ থাকে।

রবিবারের অস্থায়ী বাজারের বিভিন্ন দোকানগুলো সাধারণত গৃহসামগ্রী ও রান্নাঘরের জিনিসপত্র, কাপড়চোপড়, জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি বিক্রি করে থাকে। পারফিউম (সুগন্ধি) বিক্রি হচ্ছিল একটা দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম সেখানে কোন ক্রেতা নেই। দোকানের কালো লম্বা লোকটাকে দেখে আফ্রিকান মনে হল। লাল জামা গায়ের লোকটা নিজের দোকানের একপাশে দাঁড়িয়ে তার সাদা মোবাইল ফোনে দুই হাতে কাউকে টেক্সট (বার্তা পাঠাচ্ছে) করছে। তার দোকানের সাইনে থাকা লেখাটা পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছে যে তার দোকানের সকল ব্র্যান্ডের সুগন্ধিগুলোই আসল এবং কেউ যদি এগুলোকে নকল বলে সন্দেহ করে, তবে বিষয়টি তাকে খুবই দুঃখ দেবে। অবশ্য আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, দামী সুগন্ধি কিনতে কতজন মানুষ এই ফুটপাথের বাজারে আসবে।

আমি ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ডানদিকে দেখলাম, একটা দোকানে পাঁচ পাউন্ডে বিভিন্ন রকম জামা বিক্রি হচ্ছে। দোকানের এক কোণায় গোলাপি রঙের একটা শার্ট ঝুলছে। তার পাশ দিয়ে সরু গলির ভিতর দিয়ে 'গারকিন' নামে সম্প্রতি তৈরি লন্ডনের একটা বিশেষ বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। মূলত এটা মধ্য লন্ডনের অর্থনৈতিক এলাকার একটা বাণিজ্যিক ভবন, যার মাথাটা দেখতে ডিমের মত আর পুরো অবয়বটা একটা মোটাসোটা বুলেটের মত দেখতে। আমার এই বিশেষ বাজার ভ্রমণ শেষ করার উদ্দেশ্যে কমার্শিয়াল স্ট্রিট নামের প্রধান সড়কের দিকে হাঁটতে থাকলাম। কিছু কিছু দোকানে দেখলাম মহিলাদের ব্যাগ ও পোশাক বিক্রি করছে। দোকানগুলোর সামনে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টাঙ্গানো দড়িতে উজ্জ্বল নীল, লাল, হলুদ ইত্যাদি রঙের হাতব্যাগ ঝুলছে।

যতই আমি প্রধান সড়কের কাছে যেতে লাগলাম, ততই আশপাশের বেশিরভাগ দোকানগুলো সব জামা কাপড়ের। তার মাঝে কয়েকটা দোকানে এক বা দুই পাউন্ডে পুরনো কাপড় বিক্রি করছে। পুরুষদের শার্টের একটা দোকানের সামনে একটু দাঁড়ালাম। কিছু শার্ট টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখা, আর বেশ কিছু রাস্তার উপর স্তুপ করে রাখা। সবগুলো শার্টই বেশ পরিপাটিভাবে প্লাস্টিকে প্যাক করা এবং প্রতিটাতেই নীল রঙের কিছু ছোঁয়া আছে। শার্টগুলোর ব্র্যান্ড আমার মনোযোগ কেড়ে নিল। এটা ছিল লন্ডনের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড Charles Tyrwhitt, যারা নিউ ইয়র্ক শহরেও তাদের বেশ কিছু দোকান খুলেছে। ব্র্যান্ডটি

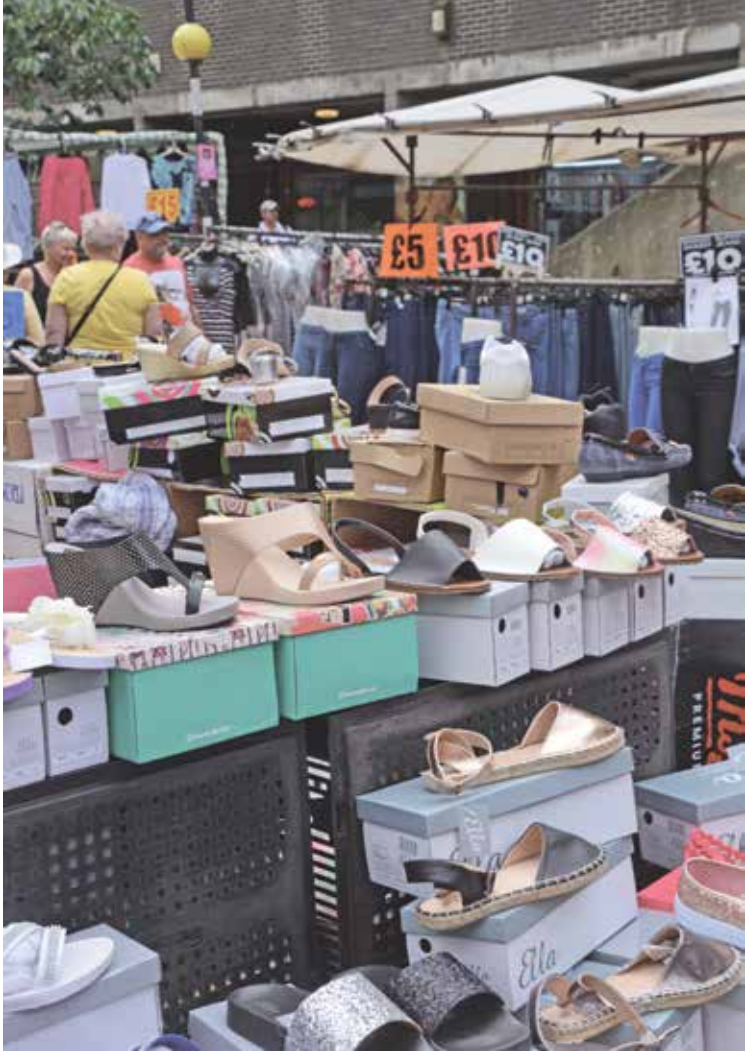

▲ সেল চলছে

আমার অন্যতম প্রিয় বলে একটা শার্ট তুলে নিয়ে দেখতে লাগলাম। প্লাস্টিকের প্যাকের ভেতর দিয়ে শার্টটাকে ভালোই দেখাচ্ছিল। বিক্রেতা আমার দিকে তাকাল। আমি শার্টটার দাম দেখে সাথে সাথে সেটাকে তার আগের জায়গায় রেখে হাসিমুখে লোকটাকে আমার অনিচ্ছা জানিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

এই শার্টগুলো সাধারণত ৯০ পাউন্ডে বিক্রি হয়। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না, সেই একই শার্ট এই রাস্তায় এসে কীভাবে মাত্র ১৫ পাউন্ড হয়ে গেল? হতে পারে শার্টগুলোয় কোন খুঁত আছে অথবা এগুলো নকল শার্ট। যেটাই হোক, ১৫ পাউন্ড খরচ করার আমার আরও অনেক ভালো উপায় আছে।

পরের দোকানটাতে দেখলাম স্টিলের র‍্যাক থেকে নানান রঙের ফুলের নকশা করা মেয়েদের স্কার্ট বেশ পরিপাটিভাবে ঝুলছে। কালো রঙের হ্যাঙ্গার গুলোতে লন্ডনের বিখ্যাত স্টোর 'মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার'-এর প্রতীক চিহ্ন। মজার ব্যাপার হল, প্রতিটার দাম লেখা, মাত্র দশ পাউন্ড, এর মানে কী? তবে কি পোশাকগুলো আসল কিন্তু পুরানো নাকি কোন খুঁত যুক্ত? নকশা নকল করে অন্য কাপড়ে বানানো নয় তো? নাকি সবাই আকৃষ্ট হবে ভেবে সাধারণ পোশাকের উপর বিখ্যাত নাম বসিয়ে দিয়েছে? আমি অবাক হয়ে সামনে এগোতে এগোতে এসবই ভাবছিলাম। রাস্তার দু'পাশের শেষ পাঁচটা দোকান দেখলাম জমজমাট ব্যবসা করছে। প্রতিটা দোকানেই দেখলাম বেশ কয়েকজন ক্রেতা হুমড়ি খেয়ে তাদের পণ্য নেড়েচেড়ে দেখছে। সবগুলো দোকানই পোশাক বিক্রি করছে। দুয়েকটা দোকানে দেখলাম বড় হলুদ সাইনের উপর লাল অক্ষরে লেখা, প্রতিটা পোশাকের মূল্য ১ পাউন্ড। একটা দোকানে দেখলাম ৫ পাউন্ড ও ১০ পাউন্ড মূল্যের সারি সারি বিভিন্ন রকম জিন্স। কালো উর্দি আর উজ্জ্বল হলুদ রঙের জ্যাকেট পরা একজন ব্যক্তিকে দেখলাম অলস পায়ে এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে পাশ কাটিয়ে আমি কমার্শিয়াল স্ট্রিট নামের প্রধান সড়কের মাথায় এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণের জন্য পিছু ফিরে ফেলে আসা পথটাকে আরেকবার দেখে নিলাম। পথটা জুড়ে মানুষের ঢল, তাদের কেউ কেউ কোন স্টলে গিয়ে কিছু দেখছে। প্রতি রবিবারে রাস্তাটার এটাই সাধারণ চেহারা। রাস্তার দুই পাশের ল্যাম্পপোস্টগুলোর মাথা দুই পাশ থেকে তোরণের মত বাঁকা হয়ে বাদামী রঙের একটা সাইন বোর্ড ধরে রেখেছে, যার উপর সাদা অক্ষরে লেখা, পেটিকোট লেন মার্কেট।

আমি আবার ফিরে চললাম ওই রাস্তা ধরে। তারপর একসময় উজ্জ্বল হলুদ রঙের জ্যাকেট পরা সেই লোকটার কাছে পৌঁছে গেলাম। লোকটাকে মনে হয়েছিল সরকারের একজন কর্মচারী। বুকের ব্যাজে তার নাম লেখা রয়েছে, জ্যাক। বাজারের একটা বিষয় আমার জানার আগ্রহ হয়েছিল, তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি এই বাজারটা ঘুরে দেখতে এসেছি। আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?" উত্তরে বেশ প্রাণবন্ত হাসিমুখে বলল, "অবশ্যই"। আমার জানার বিষয়টা ছিল, এই বাজারটার ব্যবস্থাপনা কীভাবে নির্ধারণ করা হয়, আর উনি কি পরিদর্শন করেছেন? জ্যাক হেসে উঠে আমাকে জানালো, "এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার।

▲ স্ট্রীট আর্ট

প্রতিটা দোকানই নির্ধারিত মাসিক বা বাৎসরিক ফি দিয়ে তাদের নির্ধারিত জায়গা নিতে পারে এবং প্রতি সপ্তাহে তাদের শুধু নির্ধারিত জায়গাতেই স্টল সাজানোর অনুমতি দেওয়া হয়।" জ্যাক আরও জানালো যে রাস্তার কিছু জায়গা ফাঁকাও রাখা হয়। এর কারণ, এখানে আগ্রহী বিক্রেতাদেরকে 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে দৈনিক ফি-এর বিনিময়ে স্টল বরাদ্দ করা হয়। জ্যাক তার হাতের পৃষ্ঠাগুলো দেখিয়ে বেশ সরসভাবে বলল, "এটা খুবই সহজ ও সংগঠিত, আমার হাতের তালিকায় সব আছে। আমি এখানে আসি তাদের কাছ থেকে ভাড়া নিতে, যারা দৈনিক ভিত্তিতে ফাঁকা জায়গায় স্টল নিয়েছে।" খুবই সহজ সাধারণ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তার বক্তব্যের সাথে একমত জানিয়ে তার প্রতি আমি আমার মাথা নাড়ালাম।

স্ট্রীট মার্কেট থেকে টিউব স্টেশনে ফেরার পথে খেয়াল করলাম, আমার চারপাশে পুরনো ও নতুন বাড়ির মিশেলে আবাসিক এলাকার বেশ বড় একটা পরিবর্তন হচ্ছে। একটা সাইনে দেখলাম লেখা রয়েছে, কোথায় কোথায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। লন্ডনে নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি গড়ে উঠবার মত খুব অল্প জায়গাই বাকি আছে। খুব শীঘ্রই লন্ডনের এই এলাকাটাকেও আর নিম্ন আয়ের অঞ্চল বলা হবে না। ট্রাফিক বাতি পরিবর্তনের আশায় আমি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, টিউব স্টেশন থেকে একদল মানুষ বেরিয়ে এসে সম্ভবত পেটিকোট লেন মার্কেট পরিদর্শনের আশায় রাস্তার ওপারে অপেক্ষা করছে। এই মার্কেট বিষয়ে আগেই অল্পবিস্তর যতটুকু পড়েছিলাম, তার

কিছু মনে পড়তে লাগল। রবিবারের বাজার হিসেবে এখানে আছে সেই ১৭৫০ সাল থেকে। মানে ভারতে যখন মোঘল সম্রাট আহমেদ শাহ্ বাহাদুরের শাসন চলছিল। কিংবা বলা যায় ভারতে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসন আমলের ৪০ বছর পর থেকে এখানে এই বাজার চলে আসছে। আজ পর্যন্ত এটা লন্ডনের অন্যতম জনপ্রিয় রবিবারের পথের ধারের সাপ্তাহিক বাজার হিসেবে জমিয়ে চলছে। একটা কথা মনে পড়ায় মনে মনে হেসে ফেললাম। প্রথম দিকে উঠতি এই সাপ্তাহিক বাজারটা খুব ব্যস্ত আর শোরগোল পূর্ণ ছিল। তখন নাকি অনেকেই বলত এই বাজারের এক প্রান্ত থেকে তোমার পেটিকোট চুরি করে তারা বাজারের অন্য প্রান্তে তা বেচে দেবে। এখানে পেটিকোট লেন নামে কোন রাস্তাও ছিল না, এমনকি আমি কোন দোকানে পেটিকোট বেচতেও দেখিনি। আমি ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না যে, নিকট অতীতে কোথায় সেই লেনটা ছিল, যার এমন একটা অদ্ভুত নাম ছিল, পেটিকোট লেন।

প্রয়োজনীয় তথ্য

Petticoat Lane Market, between Middlesex and Goulston Street, Spitalfields, London E1 7HT
Tube: Aldgate East

টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে কমার্শিয়াল স্ট্রিট ধরে ১০ মিনিট হাঁটলেই আপনার বাঁ দিকে এই মার্কেটের এক প্রান্তে পৌঁছে যাবেন।

খোলা থাকে শুধু রবিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত।